ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৪০৭৪
কৈলাসহর, ১ ডিসেম্বর,২০২৫

স্কুলস্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান করা হচ্ছে : সমাজকল্যাণমন্ত্রী

বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষার পাশাপাশি আত্মনির্ভরতার উপরও বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। স্কুলস্তর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদান করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ১২৫টি স্কুলকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে এবং ৮৪টি স্কুলকে পি.এম. শ্রী স্কুলে রূপান্তরিত করেছে। এছাড়াও রাজ্যে ৯০০টি স্কুলে স্মার্ট ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত প্লাটিনাম জুবলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। তিনি আরও বলেন, এখন এমন কোনও ছাত্রছাত্রী নেই, যারা অর্থের অভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছে না। একজন গরিব একমাত্র মা যদি তার একমাত্র শিশুকে পড়াশোনা করাতে না পারে সেই রকম শিশুর পড়াশুনার জন্য রাজ্য সরকার প্রতি মাসে ৪ হাজার টাকা করে প্রদান করছে। যাতে শিশুটি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। গত বছর ৪ হাজার ৫০০ জন ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা পেয়েছে এবং তারা ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, কেউ এমন বলতে পারবে না মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ভালো রেজাল্ট করে অর্থের অভাবে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হচ্ছে। রাজ্যের সেরা ১০০ জন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে মাসে ৫ হাজার টাকা করে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য এবং সেরা ১০০ জন উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে মাসে ৫ হাজার টাকা করে কলেজস্তর পড়াশোনার জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্রীদের সাইকেল প্রদান করছে। মানসিকভাবে অসুস্থ শিক্ষার্থী বা সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের প্রতি মাসে ৫ হাজার টাকা করে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

সমাজকল্যাণমন্ত্রী জানান, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের নতুন বিল্ডিং নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে এবং বর্তমান কাজও শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে সুপার ৩০ প্রকল্পের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার রাজ্য সরকার বহন করছে, যাতে যোগ্য শিক্ষার্থীরা ইউ.পি.এস.সি.-এর মতো পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। সমাজকল্যাণমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার চায় প্রতিটি ছাত্রছাত্রী শুধু শিক্ষিত নয়, আত্মনির্ভরও হয়ে উঠুক। কারণ আগামী ভারতের ভিত্তি আজকের ছাত্রছাত্রীদের হাতেই তৈরি হবে।

আজকের এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধাম্বিকা আর., জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ স্বামী গিরিজানন্দ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক অসীম চক্রবর্তী প্রমুখ। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক সমাজসেবী অরুণ সাহা। উল্লেখ্য, প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানটি চলবে ৭ দিনব্যাপী এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে স্থানীয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন।

*****